Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/83	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1277b.s. (1870)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Stanhope Press
Author/ Editor:		Size:	12x18cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Bharatbarsiya Sabha: Astadas Barsik Bibaran.	Remarks:	18th annual report of the Bharatybarsiya Sabha.

ভারতবষ

অষ্টাদশ বার্ষিক বিবরণ।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ
যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৭ সাল।

ভারতবর্ষীয় সভা।

কলিকাতা।

অষ্টাদশ বার্ষিক বিবরণ।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৩১এ মার্চ বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ন সাড়ে তিনটার
য় উক্ত সভার গৃহে সভ্যদিগের সাম্বৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হয়
বং তাহাতে সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর প্রধান আসনে
াসীন হয়েন ও শ্রীযুক্ত রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ,
বু দিগম্বর মিত্র, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্যামাচরণ
ল্লিক, দুর্গাচরণ লা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, চন্দ্রমোহন
ট্টাপাধ্যায়, অভয়াচরণ গুহ, যদুলাল মল্লিক, নগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,
লীধর সেন, কৃষ্ণগোপাল ঘোষ, চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়, কালীমোহন
স, মোহিনীমোহন রায়, দেবেন্দ্র মল্লিক, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়,
মোদর বর্ম্মণঃ, জানকীনাথ রায় এবং কৃষ্ণদাস পাল উপস্থিত ছিলেন।

তদনন্তর কমিটীর গত বার্ষিক কার্য্য বিবরণ, পঠিত ও নির্দ্ধারিত
ইল।

তাহার পর কমিটীর বর্ত্তমান বার্ষিক রিপোর্ট পঠিত হইল।

কমিটীর রিপোর্ট।

সভা গত বৎসর যে যে কার্য্য সংসাধন করিয়াছেন, তাহার
বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

অভ্যর্থনার্থ লার্ড মেওকে অভিনন্দনপত্র প্রদান।

লার্ড মেও এতদ্দেশের বাইশরয় ও গবর্ণর-জেনেরেল হই
আগমন করিলে, তাঁহাকে অভ্যর্থনার্থ অভিনন্দনপত্র প্রদান ক
অধ্যক্ষদিগের গত বার্ষিক কার্য্যের মধ্যে একটি অগ্রগণ্য ও আহ্লাদক
কার্য্য। ঐ অভিনন্দনপত্র লইয়া অধ্যক্ষেরা এদেশীয় লোকের প্রতিনি
স্বরূপে উক্ত বাইশরয় বাহাদুরের সমীপে গমন করেন। উক্ত মহোদ
ইংলণ্ডে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, অভিনন্দনপত্র মধ্যে তাহা
স্থূলমর্ম্ম লিখিত হয়, এবং শ্রীমতী মহারাণী যে তাঁহার প্রতি কতদ
ুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন, যাহাতে তাহা তাঁহার বিলক্ষ
হৃদয়ঙ্গম হয়, উক্ত পত্রে তাহাও লিখিত ছিল। গবর্ণর-জেনেরে
বাহাদুরও উহার যথোচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। অন্যা
কথার মধ্যে তিনি বিশেষ করিয়া ইহা বলেন যে, যে সমস্ত রাজ
পুরুষের প্রতি এদেশের শাসনভার অর্পিত আছে, তাঁহারা যে ক্রি
পর্য্যন্ত গুরুতর কার্য্য-ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমি বিলক্ষ
অবগত আছি। যাহাতে এদেশীয় সর্ব্বপ্রকার ও সকল জাতীয় লোকে
উন্নতি সিদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং সকল প্রকার ক্লেশ দূর হইতে পা
আমার তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য হইবে।

আইন ঘটিত কার্য্য।

গত বৎসর মহামান্য শ্রীযুত বাইশরয় গবর্ণর-জেনেরেল বাহ
দূরের অধীনস্থ এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ ব্যবস্থাপ
সমাজে অনেকগুলি ভারি ভারি বিষয়-ঘটিত আইনের পাণ্ডুলি
উপস্থিত হয়, তদ্বৃত্তান্ত অধ্যক্ষেরা পৃথকরূপে অবগত করিতেছেন।

ইনকম্ টাক্সের বিল।

গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ইনকম্ টাক্স নির্দ্ধারণ করা
চিত বলিয়া অধ্যক্ষেরা গবর্ণর-জেনেরেল বাহাদুরের অধীনস্থ
স্থাপক সমাজে এক পৃথক দরখাস্ত করেন; কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য
য়ায় তাঁহারা পুনর্ব্বার উক্ত স্থানে ঐ আইনের অন্তর্গত কথা সম্বন্ধে
আবেদন করেন, তাহাতে লেখেন যে, ভূমি সম্পত্তির আয়
তে তাহার আদায় খরচা এবং ভাড়াটিয়া বাটী হইতে তাহার
ামৎ খরচ বাদ দিয়া উপস্বত্ব ধরা উচিত। আর যে কোন
ক্তর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কারবার থাকে তাহার মধ্যে প্রধান স্থানে
ব্যক্তির আয় নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত এবং সেই স্থানের কালেক্টর
াকে যে শার্টিফিকেট দিবেন অন্যান্য স্থানে সেই শার্টিফিকেট
তাহাকে খালাশ দেওয়া বিধেয়। উক্ত আইনানুসারে
করণার্থ যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়, তাহাতে অধ্যক্ষদিগের
াবানুযায়ী কথা থাকে। কোন স্থানে কাহারও আয় বেসী
য়া ধরা হইলে সে যদি তাহাতে আপত্তি করে, তাহা হইলে
লেক্টর বেশী করা উচিত বোধ করিলে আপন বিবেচনানুসারে
ী করিয়া আয় ধরিতে পারিবেন বলিয়া আইনে ক্ষমতা দেওয়া
কিন্তু অধ্যক্ষেরা ইহাতে এই আপত্তি করেন, যদি ও কালেক্টরের
প্রকার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক, কিন্তু ইহাতে অনেক অত্যাচার
নিতান্ত সম্ভব। আহ্লাদের বিষয় এই যে ব্যবস্থাপক সমাজ
তে এ নিয়মের সংশোধন হইয়াছে। অধ্যক্ষেরা উক্ত আইনের
ন্ধে আরও অনেক কথা বলেন।

আদালতের রস্থম সংক্রান্ত বিল।

বিগত ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আদালতের রস্থম খরচা অস
বৃদ্ধি হওয়াতে বিচার-কার্য্যের এবং সরকারি আয়ের পক্ষে বিশেষ হ
হইয়াছে। করগ্রহণের যত প্রকার পদ্ধতি আছে, তাহার মধ্যে বিচ
কার্য্যের করগ্রহণের পদ্ধতি কোন মতেই অনুমোদনীয় নহে, বিশে
যখন উহা বিচারের প্রতিবন্ধক হয়, তখন প্রজার পক্ষে সুস্পষ্টর
উৎপাতস্বরূপ হইয়া উঠে। যেরূপ আশঙ্কা করা হইয়াছিল, সেই
যে বৎসর ঐ আইন প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই বৎসরই মো
দ্দমার সংখ্যা বিস্তর কমিয়া যায়, এবং তাহার পর ; বৎসর ব
উত্তরোত্তর কম হইতেছে। অনেক স্থলে ষ্টাম্প রস্থম নালিশের বি
প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি অনেক দুঃখী লোক কেবল অর্থ
নিবন্ধন বিচারালয়ে আসিতে পারে না ; আর সর্ব্বত্র হইতেই লো
মুখে এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ষ্টাম্প রস্থম প্রচ
থাকার প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট ও যাবতীয় স্থানীয় গবর্ণ
আপত্তি করিয়াছেন, এবং লার্ড লরেন্‌স বাহাদুরও স্বীয় পদ পরি
করিবার পূর্ব্বে আদালতের উক্ত প্রকার রস্থম কমাইবার অঙ্গী
করিয়াছিলেন। কিন্তু যতদূর কমান আবশ্যক ততদূর হয় নাই।
বিষয়ের জন্য অধ্যক্ষেরা গবর্ণর-জেনেরেল হুজুর কৌন্‌সলে যে দর
করেন, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার রস্থম অপরিমিত হও
কথা ও বাকি খাজানার মোকদ্দমার পুরা রস্থম লওয়া যাহা পরি
দুঃখী প্রজার শিরেই পড়ে, তাহা অবিধি হওয়ার কথা, এবং
প্রোবেট লইবার ও মৃতব্যক্তির ওয়ারিস সূত্রে শার্টিফিকেট ল
মোকদ্দমায় অসঙ্গত খরচা লাগিবার নিয়মের দোষের কথা, অ

দ্দমার তায়দাদের মধ্যে যে অসঙ্গত তারতম্য করিয়া রস্থম ধরা
াছে, তাহার কথা বর্ণিত করা হইয়াছে। উক্ত বিল ব্যবস্থাপক
জ হইতে গতবৎসর বিধি বদ্ধ হয় নাই।

হিন্দুজাতির উইল সংক্রান্ত বিল।*

প্রথম দরখাস্ত।—একজিকিউটরদিগের অধিকারের নির্দ্দিষ্টতা
এবং উইল প্রোবেট লইবার সুব্যবস্থা করণ ও বাচনিক
নিবারণ করণ উদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া ভারতবর্ষীয়
শাস্ত্র সংক্রান্ত আইনের কোন কোন ধারা হিন্দুদিগের উপর
াইবার জন্য বিগত ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে চেষ্টা পাইয়া আসিতে-
। এই বিষয়ের জন্য সেক্রেটরি অব ষ্টেটের সঙ্গে গবর্ণরমেণ্টঅব
য়ার বিস্তর লেখাপড়া হইবার পর গবর্ণর জেনেরেল হুজুর কাউনসল
ৎ সংক্রান্ত আইনের এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করণের অনুমতি প্রাপ্ত
েন। তদনুসারে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলে তাহা ব্যবস্থাপক সমা-
র বিশেষ সভার অধ্যক্ষদিগের বিবেচনার্থ অর্পিত হয়, তাঁহারা
ার মধ্যে মূল হিন্দু দায়শাস্ত্রের বিরোধী কতকগুলি নিয়ম সন্নি-
শিত করিয়া বিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া দেন এবং অনুরোধ করেন,
ঐ পাণ্ডুলিপি তাঁহাদিগের দ্বারা যেমন সংশোধিত হইয়াছে,
বিকল সেইরূপে বিধিবদ্ধ হয়। সহসা ঐ প্রকার আইন বিধিবদ্ধ
য়ার প্রতি এ সভার অধ্যক্ষেরা বিনয়পূর্ব্বক বিস্তর আপত্তি করেন,
ং বলেন যে ঐ আইন যেপ্রকার সংশোধিত হইয়াছে, তাহা
ারণের জ্ঞাতসার করণার্থ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হয় ; অধ্যক্ষদিগের
র্থনা গ্রাহ্য হয়।

দ্বিতীয় দরখাস্ত। অধ্যক্ষদিগের দ্বিতীয় দরখাস্তে নিম্নলিখিত পাঁচটি আপত্তি বর্ণিত হয়।

তদ্যথা।——————

১।—যে উদ্দেশে ও যে সকল যুক্তি আশ্রয় করিয়া ঐ পাণ্ডুলিপি প্রস্তত করিবার কথা হয়, তাহার সহিত উহার কিছু মাত্র ঐক্য নাই, বিশেষতঃ প্রথম যে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান হইয়া এবং যে সমস্ত পত্রাদি লেখাপড়া হইয়া ঐ বিষয়ের আবশ্যকতা বোধ হয়, তাহারও সহিত উহার কিছুমাত্র সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না।

২।—হিন্দুজাতির যে সকল মূল শাস্ত্র রাজকীয় আইনে ও স্থানীয় শাসন কর্ত্তপক্ষদিগের বিচারে বহুকাল হইতে স্থিরতর রহিয়া আসিতেছে, উক্ত বিল তাহার সম্পূর্ণরূপ হানিজনক হইয়াছে, এবং এক্ষণে উহার ফল পরীক্ষা কেবল দোষাবহ ও অনাহুত ব্যাপার বোধ হইতেছে।

৩।—সম্প্রতি হাইকোটের বিচারিত যে কএকটি মোকদ্দমার প্রতিকূলে বিলাতে আপীল হইয়াছে, এবং যাহার ফয়শলা আপীলের বিচারে রদ হইবার, অন্ততঃ বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইবার, নিতান্ত সম্ভাবনা; উক্ত বিল তাহা অভ্রান্ত ও ঠিক বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছে।

৪।—ঐ বিলের যে প্রকার পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবহইয়াছে, যদি ও কথঞ্চিত্ তাহা অনুমোদনীয় হয়, তথাপি এক্ষণে তাহার সময় হয় নাই, সুতরাং তাহা যুক্তি যুক্ত হইতে পারে না।

৫।—উত্তরাধিকার-করণ আইনের যে নিয়মগুলি হিন্দুদিগের উপর নিয়োগ করা হইতেছে, তাহা কোনমতেই হিন্দুসমাজের এবং তৎসমাজ শাসনকার্য্যর উপযোগী নহে।

অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক সংক্রান্ত বিল।

কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনস্থ নাবালগদিগের সম্বন্ধে এক্ষণে যে সকল আইন প্রচলিত আছে, ঐ সকল আইন সংশোধিত হইয়া উক্ত বিল ব্যবস্থাপক সমাজে সন্নিবেশিত হয়। এবিষয়ে অধ্যক্ষেরা উক্ত সমাজে যে পত্র লেখেন, তাহাতে পশ্চাল্লিখিত কএকটি প্রস্তাবের উল্লেখ করেন। আদৌ একবিংশতি বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহারের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া উপস্বত্তের উদ্বৃত টাকা হইতে কালেক্টরের প্রতি টাকা ধার দিবার যে ক্ষমতা অর্পণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহার হস্ত হইতে উক্ত ক্ষমতা উঠাইয়া লওয়া হয়। তৃতীয়তঃ, হিসাব দাখিল না করার জন্য মেনেজরের প্রতি কালেক্টরের নিকট অথবা অপর কোন আদালত হইতে যে দণ্ডাদেশ হয়, তাহার অসম্মতিতে বোর্ড অব রেবিনিউয়ের সমীপে আপীল হইতে পারিবার নিয়ম থাকা উচিত। চতুর্থতঃ কলিকাতায় অপ্রাপ্ত ব্যবহারদিগের যে শিক্ষাস্থান আছে, তাহার তত্ত্বাবধান-কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তৃত্বাধীন থাকা অন্যায়।

——————

বাকি খাজানার মোকদ্দমা-বিষয়ক কার্য্যবিধি-সংক্রান্ত আইন।

গত বৎসর অধ্যক্ষেরা যে সময় উক্ত আইনে আপনাদিগের মতা-ত প্রদান করেন, তৎকালে ব্যক্ত করেন, যে এক্ষণকার অপেক্ষা নসেফের সংখ্যাবৃদ্ধি না করিলে, এবং লোকের সুবিধামত স্থানে স্থানে তাহাদিগের মহুকুমা না বসাইলে ও দেওয়ানী মোকদ্দমা সকল নিষ্পন্ন হইতে যে সমধিক বিলম্ব ও দীর্ঘকাল হরণ হইয়া থাকে তদ্বিপরীত বাকি খাজানার মোকদ্দমা শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পন্ন হইবার উপায় না হইলে,

প্রাগুক্ত আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আহ্লাদের বিষয় এই যে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট অধ্যক্ষদিগের কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন; এবং তথাকার অনুরোধে মুনসেফের সংখ্যাবৃদ্ধি হওনোদ্দেশে গবর্ণর-জেনেরল হুজুর কাউনসেলে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। অধ্যক্ষদিগের মনে এমন আশা আছে, যাহাতে রাইয়ত ও জমিদার উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয়, এরূপ করিয়া মহামান্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মুনসেফ চৌকির পুনর্ব্যবস্থা করিবেন।

আশামের কুলিসংক্রান্ত বিল।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে যে বিল উপস্থিত হয়, বস্তুতঃ উপস্থিত বিলের মর্ম্ম ও সেই, তবে স্থানে স্থানে কিছু কিছু রূপান্তর ও প্রকারান্তর মাত্র; উপস্থিত বিলের প্রধান অঙ্গ যাহার সহিত পূর্ব্ব বিলের কিছুমাত্র ঐক্য নাই, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কুলি সংগ্রহকরণের যে পদ্ধতিটী প্রচলিত ছিল, নূতন সঙ্গ্রাহক নিয়োগ দ্বারা প্রকারান্তরে তাহা রহিত করা হইয়াছে।

অর্থাৎ বাগানের সরদার নামে এক এক ব্যক্তি সরদার তাহার মনিবের পক্ষে অনধিক ৫০ জন লোক রাখিতে পারিবে, অথচ কণ্ট্রাক্টদারদিগের নিযুক্ত কুলি-সঙ্গ্রাহকেরা যে সকল নিয়মের অধীন ছিল, উহারা তাহার্দ্ধ অধীন হইবে না, ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে, যে এ পদ্ধতি অনেক সহজ ও শিথিলভাবের হওয়াতে কাযে কাযেই প্রচলিত পদ্ধতিকে অপসারিত করিবে এবং সুতরাং ব্যবস্থাপকদিগের উদ্দেশ্য ও বিফল হইবে। এই বিষয়ে এ সভার অধ্যক্ষেরা বেঙ্গল কাউন্সেলে যে পত্র লেখেন, তাহাতে বলেন যে দুঃখি মজুরদিগের প্রতি অত্যাচার ও প্রতারণাদি অসদ্ব্যবহার নিবারণার্থে ব্যবস্থাপকেরা যে সকরুণ বিধির বিধান করিয়াছেন, প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপি তাহার প্রতিবিধান করিবেক কি না এইটি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। আর ঐ পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত যে যে স্থল অধ্যক্ষদিগের বিবেচনায় আইনের তাৎপর্য্য বিষয়ে এবং ঐ আইন অনুসারে কার্য্য করণের ভারার্পণ বিষয়ে আপত্তি জনক বোধ হয় তাহারও কথা লেখেন। ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষেরা ঐ বিলের আদ্যোপান্ত সকল কথা লইয়াই বাদানুবাদ করেন, এবং বিশেষ বিশেষ হানিজনক নিয়মের সংশোধন হয়। বাগানের সর্দ্দার দ্বারা কুলি সংগ্রহ করণের যে নিয়ম প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা রহিত হয়। সমগ্র সমাজ কর্ত্তৃক ঐ বিল যেরূপ সংশোধিত হয়, উহা বিগত আগষ্ট মাসে সেইরূপই বিধিবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু গবর্ণর জেনেরল অদ্যাপি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই।

আয় ব্যয় এবং টেক্স অবধারণ।

আয় ব্যায় নিরূপণ।—সরকারী আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল হইলে ইনকম্ টেক্স ধার্য্যের প্রতি বিশেষ আপত্তি উপস্থিত করিয়া অধ্যক্ষেরা বাইসরায় গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হজুরে বিনয়পূর্ব্বক আবেদন করেন। উক্ত হিসাবের কতিপয় স্থলের প্রতি তাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিতে বলেন। ব্যয়ের পরিমিততা করণ জন্য সবিশেষ অনুরোধ করেন, এবং কোন আগন্তুক ঘটনা উপস্থিত হইলে তদ্ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ইনকম্ টাক্সের উপায়কে হাতে রাখা উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

সেক্রেটরি অব ষ্টেটের নিকট আপীল।—অধ্যক্ষেরা এই

বিষয়ের জন্য বিলাতে সেক্রেটরি অব ষ্টেটের নিকট দরখাস্ত করেন। তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন যে, সার রিচার্ড টেম্পল আয় ব্যয়ের যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে সরকারি ঋণ দ্বারা ১৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা, আর ১৮৬৯ ও ৭০ খৃষ্টাব্দে যে দশ লক্ষ টাকা সরকারি ঋণ পরিশোধের প্রস্তাব ছিল, তাহা বদলাই করিয়া এবং পাঁচ লক্ষ টাকা কিয়ৎকালের জন্য ঋণ করিয়া ও শতকরা এক টাকার হিসাবে ইনকম্ টাক্স গ্রহণ দ্বারা ৯০,০০,০০০ টাকার সংস্থান করা।

অতএব বোধ হইতেছে, যে ইনকম্ টাক্স দ্বারা নবতি লক্ষ টাকা অকুলান সংকুলন হওয়া আবশ্যক। ইহাতে এই তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, ইনকম্ টাক্স ব্যতিরেকে আর কোন উপায় দ্বারা এই অকুলান সংকলন হইতে পারে কি না? কারণ ইনকম্ টাক্স পদ্ধতি এদেশীয় লোকের সংস্কার ও ব্যবহার বিরুদ্ধ, এবং উহার অনুষ্ঠানও প্রজার পক্ষে নিতান্ত পীড়াদায়ক হইবেক। সরকারি এমারতি কার্য্যের ব্যয় লইয়াই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় নিরূপণের যত গোলযোগ উপস্থিত হয়, সরকারি তহবিলের কুলান অকুলান সকলই উহার উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডে যে সকল কার্য্য অপর লোক দ্বারা সম্পন্ন করান হয়, সেইরূপ অনেক কার্য্য এখানে সরকার হইতে হইয়া থাকে। সরকারি আয় ব্যয়ের হিসাবে নির্দ্দিষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বপ্রকার এমারত খরচ খাতায় ৯,৪০,৬৮,৫৩০ টাকা ধরা হইয়াছে; কিন্তু যদি ঐ অঙ্ক কমাইয়া ৯০,০০,০০০ টাকা ধরা হইত, তাহা হইলেও সভ্যতার হানি ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হইল বলিয়া আপত্তি হইতে পারিত না। আর উক্ত প্রকার কমান হইলে নূতন টাক্স নির্দ্ধারণ করিবারও প্রয়োজন থাকিত না। ইনকম্ টাক্সকে সহজ সময়ের ও চিরদিনের রাজস্ব

বৃদ্ধির উপায় গণ্য করা অন্যায় ও অবৈধ বলিয়া ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষেরা যে সকল মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, অধ্যক্ষেরা তৎসমুদায়ও আপনাদিগের আবেদন পত্রে উদ্ধৃত করেন। অবশেষে অধ্যক্ষেরা বলেন যে বিলাতে যে যে বিষয়ে যত যত খরচ হয়, এখানকার আয় ব্যয়ের হিসাবের সঙ্গে একত্রিত করিয়া তাহা প্রকাশিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, কারণ তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণে সরকারি আয় ব্যয়ের অবস্থা সুন্দররূপে বুঝিতে পারে।

সেক্রেটরি অব ষ্টেটের প্রত্যুত্তর।—বিগত ৩০সে সেপ্টেম্বর দিবসীয় যে ডেস্প্যাচ মহামান্য সেক্রেটরি অব ষ্টেট মহোদয়ের হজুর হইতে গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়াতে আইসে, তাহাতে উক্ত মহোদয় নির্দ্দেশ করেন, "যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইনকম্ টাক্সসংক্রান্ত প্রস্তাব সুন্দররূপে বিবেচনা করা হইয়াছে; এবং উক্ত বিষয়ে যে হুকুম প্রকাশ হইয়াছে, তাহা রহিত অথবা পরিবর্ত্তন করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। বিলাতের আখারাজাত প্রকাশ করণের বিষয়ে তিনি বাইসরায় হজুর কাউনসেলে অবগত করেন যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করণের পূর্ব্বে বিলাতের হিসাব এখানকার হস্তগত হইবে এবং তাহার অন্তর্গত সমুদায় বৃত্তান্ত প্রকাশ করা না করা উক্ত গবর্ণমেণ্ট আপন বিবেচনানুসারে স্থির করিবেন।"

সংশোধিত হিসাব।—ছয় মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে বাৎসরিক আয় ব্যয়ের যে হিসাব প্রথম প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ভুল, এবং তহবিল উদ্বৃত্ত না হইয়া বরং যথেষ্ট কম পড়িয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আপনার উপযুক্ত ধীমত্তা ও তেজিস্বতা প্রকাশ করিলেন। আয় ব্যয়ের প্রকৃত অবস্থা অকপটে ব্যক্ত করিলেন, যাহাতে সকল বিষয়ে ব্যয়ের পরিমিততা রক্ষা হয়, তৎপক্ষে বিশেষতঃ

এমারত ও সৈন্য যে দুই বিষয়ে অনায়াসে ব্যয় লাঘব হইতে পারে সেই দুই বিষয়েরপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হইলেন, কিয়ৎকালের জন্য বম্বে এবং মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টে লবণের মাসুল বৃদ্ধি করিলেন, এবং ইনকম্ টাক্সও কিছু বাড়াইলেন। এই অবস্থায় অধ্যক্ষেরা গবর্ণমেণ্ট কৃত প্রস্তাবের সহকারিতা করা উচিত বোধ করিয়া গবর্ণরজেনেরেল হজুর কাউনসেলে এই বিষয়ে এক পত্র লিখিলেন এবং তাহার প্রত্যুত্তরে হজুর কাউনসেল লিখিলেন, যে গবর্ণমেণ্ট কৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষীয় সভা আপনা হইতে যে এতদূর ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন ইহা যথেষ্ট আহ্লাদের বিষয়।

পল্লীগ্রামের চৌকিদারের বিষয়।

দক্ষিণাংশ বাঙ্গালার গ্রাম্য পুলিস পদ্ধতির সংশোধন উদ্দেশে যে এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়, তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সভার মত জিজ্ঞাসার্থে তাহার এক খণ্ড প্রতিলিপি সহকারে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে অধ্যক্ষেরা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন দিবসীয় এক পত্র প্রাপ্ত হয়েন। এতদুত্তরে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টে লিখিলেন, যে যাঁহারা এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেণ্টে উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় সভার অধ্যক্ষেরা গ্রাম্য পুলিস সংশোধনার্থ ডি, জে, মেকনিল সাহেবের রিপোর্ট প্রসঙ্গে যে সকল কথার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ গ্রহণ করিয়াছেন ইহা পরম আহ্লাদের বিষয়। গবর্ণমেণ্ট কমিটির সংশোধিত প্রস্তাবের যে যে অংশ ভারতবর্ষীয় সভার অধ্যক্ষদিগের অনুমোদিত নহে, তৎপক্ষে তাঁহারা বিশেষ করিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, যদি ও গবর্ণমেণ্ট কমিটী পাণ্ডুলিপিতে যথেষ্ট ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া-

ন, কিন্তু উহার অনুষ্ঠান যে লোকের পক্ষে কি হইয়া উঠিবে, সে
বয়ে তাঁহাদিগের আশঙ্কা দূর হইতেছে না, কারণ পরিণামে যে
কল রাজপুরুষের হস্তে উহার অনুষ্ঠান ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা
নুরূপ ঔদার্য্য, উৎসাহ এবং কৌশল সহকারে কার্য্য করিতে না
রিলে আইনের অভিপ্রায় কিছুমাত্র কার্য্যকারী হইবে না। হিন্দু-
মাজের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনাবস্থায় প্রাচীন গ্রাম্য রীতি নীতির
বিকলিত পুনরাবির্ভাব হওয়া অসম্ভব, কারণ প্রাচীন কালে সমুদায়
মাজিক কার্য্যই ঐ সকল রীতি নীতি অনুসারেই নির্ব্বাহিত হইত।
ঞ্চায়ত যদিও কোন চিরস্থায়ী দল স্বরূপ অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট
য়মানুসারেও সংস্থাপিত হইত না, কিন্তু গ্রামের যাবতীয় সামা-
জক কার্য্যই তাহাদিগের অধীনে অনুশাসিত হইত, কারণ জাতিরূপ
হাযন্ত্র তাহাদিগের হস্তে ছিল। তাহারা যে সকল কার্য্য করিত,
মাজিক ধর্ম্ম শাসনে তাহা দৃঢ়ীভূত হইত, সমাজের বর্ত্তমানাবস্থায়
সকল ধর্ম্ম শাসন পুনর্জ্জীবিত হওয়া কোন মতেই প্রার্থনীয় ও বিবে-
নাসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে
বং লোকেরও যত্ন ব্যতিরেকে প্রস্তারিত আইন কোন ক্রমে
লোপধায়ী হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

কলিকাতায় জুরির বিচার।

বহুদিন হইতেই কলিকাতায় জুরি-বিচারের নিন্দা হইয়া আসি-
তেছে, লার্ড উইলিএম বেন্টিঙ্ক সাহেবের আমল অবধিই ভাল ভাল
লাকে উক্ত প্রকার বিচারের অযশ করিয়া আসিতেছেন। ইহা দ্বারা
য সকল অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহা সার চার্লস ট্রিবিলিয়ান যে সময়
ান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন, সে সময় তিনি এবং ভূত-পূর্ব্ব এডবোকেট

জেনেরেল রিচি সাহেব সকলের জ্ঞাতসার করেন, এবং শ্রীযুত গবর্ণ
জেনেরেল হুজুর কাউনসেলে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ে এক বি
উপস্থিত ও বিধিবদ্ধ হইয়া গ্রাণ্ড জুরির পদ্ধতি উঠিয়া যায়। সকলের
মনে হইয়াছিল, যে জুরির বিচার একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম স্বরূপ থাকা
যে সকল দোষ ঘটে, নূতন আইন দ্বারা তাহার অনেক সংশোধ
হইবে। রিচি সাহেব যৎকালে উক্ত আইন প্রবর্ত্তনার্থ অনুরোধ করে
তখন পশ্চাদুক্ত কথাগুলি লেখেন।—“ আমি যে প্রকার পরিবর্ত্তনে
অনুরোধ করিতেছি তদ্দ্বারা জুরি-বিচারের এই এক বিশেষ উপকা
হইবে বোধ হইতেছে, গ্রাণ্ড জুরিদিগের যে কার্য্য দ্বারা কোন ফ
দর্শে না, তাঁহারা সেই কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইবেন, এবং জুরি
বিচারের যে কার্য্যে তাঁহাদিগকে নিয়োগ করিলে বিশেষ উপকা
দর্শিবে, তাঁহারা সেই সকল দরকারি কার্য্য করিতে পারিবেন
এক্ষণে যাঁহাদিগকে পেটিজুরি নামে আখ্যাত করা যায়, তাঁহাদিগে
সঙ্গে উহাঁরা একত্রিত হইয়া হাইকোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমা
কার্য্য করিলে উহাদিগের পদ মর্য্যাদা এবং জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা বিস্ত
উপকার হইবে। কিন্তু যাঁহারা গ্রাণ্ডজুরি হইতেন, তাঁহারা স্পেসিএ
জুরি হইলেন, এবং ফৌজদারি বিচারের ভার পূর্ব্বমত পেটিজুরিদিগের
হস্তে রহিল। ইহাতে ভারতবর্ষীয় সভার অধ্যক্ষেরা এই দোষে
কথা উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়াতে এক পত্র লিখিলেন
এবং কমন জুরির মধ্যে এদেশীয় লোকের সংখ্যা উপযুক্ত মত থাকা
জন্য প্রার্থনা করিলেন, গবর্ণমেণ্ট উক্ত পত্র হাইকোর্টে পাঠাইয়া
দিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উক্ত আদালত হইতে জুরি
সংক্রান্ত যে নিয়ম সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লোকে
কষ্ট সম্পূর্ণ রূপে নিরাকৃত হয় নাই।

জমিদারি ডাক।

অধ্যক্ষেরা জমিদারি ডাকের নিরিক সম্বন্ধে এক পত্রদ্বারা বেঙ্গাল
বর্ণমেণ্টে জানাইলেন, যে প্রত্যেক সব ডিবিজন হইতে এই বিষয়ের
টরণ পাঠাইবার জন্য আদেশপত্র প্রচারিত করা উচিত এবং
থাকার হাকিমের প্রতি ঐ নিরিক আদায়ের ভারার্পণ করিলে ভাল
য়। গবর্ণমেণ্ট আহ্লাদপূর্ব্বক প্রথম প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন এবং
তীয় সম্বন্ধে বলিলেন যে, আইনানুসারে জেলার কোষাগারে উক্ত
রিকের টাকা জমা হওয়া আবশ্যক হইতেছে।

জল নির্গম ও আগমের উপায়।

জেলাহুগলির মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ককরেল সাহেব ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের
আইনের মর্ম্মানুযায়ী একটি আইন বিধিবদ্ধ করণার্থ যে প্রস্তাব
রেন, তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষীয়সভার অধ্যক্ষদিগের মত লইবার জন্য
াহারা বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হয়েন। যে সকল
াম মারীভয়াত্মক জ্বরে প্রপীড়িত হইয়াছে, তথায় পুনুর্ব্বার ঐ জ্বর না
ইতে পাইবার জন্য জল নির্গমের সুন্দর রূপ পথ করাই ঐ বিলের
ধান উদ্দেশ্য; ইহা হইলে যে কারণে ঐ জ্বরের উৎপত্তি হয় তাহা
ূলে উন্মূলিত হইয়া যায়, এবং এই উপলক্ষে কৃষিকার্য্যের উপকার-
ক জলাগমের পথ হওয়া সঙ্গত বিধায় তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ
য়ৎ ও জমিদার প্রত্যেকের লাভালাভ বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাদিগের
তি যথাযোগ্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ টাক্স ধার্য্য করা উচিত। এতদুত্তরে অধ্য-
ক্ষেরা বলিলেন যে, যখন প্রাকৃতিক কারণ নিবন্ধন, অথবা অপর ব্যক্তি
শেষ, কি রেলওয়ে কম্পানি কি ফেরিফণ্ড প্রভৃতি দল বিশেষের

অনধিকার আক্রমণ হেতু জল নির্গমের পথ করা আবশ্যক হইতেছে
তখন কি জমিদার কি রায়ৎ কেহই উক্ত খরচার দায়িক নহে
আর ঐ জল নির্গম পথ দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা সাধন হওয়াও সর্ব্ব
সম্ভব নহে। জনাকীর্ণ গ্রামের মধ্যে স্থানে স্থানে জলবদ্ধ হই
সেই সকল স্থান সিক্ত ও রসার্দ্র হওয়াতেই মারীভয় জন্মে। তাহা
শস্যক্ষেত্রের কিছু হানি হয় না, আর যদিও তাহা না হয়, তা
হইলেই বা গ্রামের জল নিকাসের পথ পরিষ্কার করিলে শস্য ভূ
উর্ব্বরা হইবে কেন? এই দুইটি বিষয়ই স্বতন্ত্র অতএব দুইটি পৃথক পৃথ
রূপে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। পরিশেষে অধ্যক্ষেরা মারীভয়াত্মক গ্রা
সমূহের জল নির্গমের সদুপায় নির্দ্দেশ করেন, এবং তদর্থে চাঁদা সঙ্গ্রহে
কথা বলেন।

মেডিকেল কালেজ হাঁসপাতাল।

মেডিকেল কালেজ হাঁসপাতালের স্বাস্থ্য সাধনার্থ অধ্যক্ষ
যে রিপোর্ট করেন, তৎপ্রতি মত প্রদানার্থ তাহার এক খণ্ড প্রতিলি
সহ এ সভার অধ্যক্ষেরা বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট হইতে এক পত্র প্রা
হয়েন, তাহাতে অন্যূন তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ের কার্য্য ঘটিত কতকগু
প্রস্তাব ছিল। যদি সাধারণের নিকট হইতে চাঁদায় সার্দ্ধ লক্ষ টা
উঠে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট অর্দ্ধেক টাকা দিবেন, এ
ভারতবর্ষীয় সভা ঐ চাঁদা আদায়ের সহকারিতা করেন, ঐ পত্রে ই
লিখিত ছিল। ইহার প্রত্যুত্তরে অধ্যক্ষেরা লেখেন যে সাধারণে
হিতার্থ হাঁশপাতাল অতএব উহাতে সাধারণের আনুকূল্য ক
উচিত। যদি মহামান্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই মহোদ্দে
সিদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ জন্য প্রকাশ্য সভায় সকল প্রকার লোক

আহ্বান করা উপযুক্ত বোধ করেন, তাহা হইলে অধ্যক্ষেরা সে বিষয়ে আহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহার সহকারিতা করিবেন।

প্রিবিকাউনসেল আপীল।

প্রিবিকাউনসেল আপীলের মোকদ্দমার বিচারের জন্য একটী পৃথক বিচারালয় স্থাপিত হইলে ভাল হয়, এই মর্ম্মে ইংলণ্ডের কতিপয় ব্যবসায়ী লোকের নিকট হইতে অধ্যক্ষেরা কয়েক খানি পত্র প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। এক্ষণে ইংলণ্ডের যে সকল কৃতবিদ্য প্রধান প্রধান রাজপুরুষকর্ত্তৃক উক্ত কাউনসেলের মোকদ্দমায় বিচার হইয়া থাকে, তাহাদিগের স্থলে ভারতবর্ষের প্রত্যাগত প্রাচীন জজ্ এবং বারিষ্টরেরা অভিষিক্ত হইলে যে বিশেষ ইষ্টজনক হইবে অধ্যক্ষদিগের এমত বোধ হয় না। ঐ সকল মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইতে যে বহুকাল বিলম্ব হইয়া থাকে, তাহার প্রীতকার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বটে, কিন্তু ঐ প্রতীকার সাধন এখানকার হাইকোর্টেরই চেষ্টাসাধ্য। যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র মোকদ্দমার কাগজপত্রের অনুবাদ হইয়া বিলাতে যায়, সেই পক্ষে হাইকোর্টের একটু ত্বরা করা আবশ্যক।

ব্রহ্মপুত্র নদে নৌকা যাতায়াত।

মৈমনসিংহস্থ শাখা সভা হইতে অধ্যক্ষেরা অবগত হয়েন যে শুষ্ক সময় মৈমনসিংহের মধ্যদিয়া ব্রহ্মপুত্র নদে নৌকা গমনাগমন করিতে পারে না। ইহার দুইটী মুখ, এক মুখ সদর ষ্টেসন হইয়া ঢাকাভিমুখে গিয়াছে, আর একমুখ দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে,

প্রধান ধারা এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে স্রোত মন্দ বা রুদ্ধপ্রায়
হইয়াছে, ঐ ধারা রঙ্গপুরের সন্নিকটস্থ চিলমারি হইতে দক্ষিণ দিগে
গিয়াছে এবং সুতরাং নূতন নূতন চরের উৎপত্তি হইয়া নৌকা গমনা-
গমন ও বাণিজ্যের পথ বন্ধ করিয়াছে। অধ্যক্ষেরা ইহার এইরূপ
প্রত্যুত্তর দিলেন, এদেশের সকল নদীরই প্রায় এইরূপ অবস্থা হইয়াছে,
অতএব বহু ব্যয় ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক কার্য্যের সহিত যুদ্ধ করা অসাধ্য
এই প্রকার আর সেই ব্যয় যে কত, তাহারই বা স্থিরতা কি ? জেলা
মৈমনসিংহের কোন কোন স্থানের লোকের যে ইহাতে বিস্তর অসুবিধা
ও ক্ষতি হইবে ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয় বটে ; কিন্তু ইহার প্রতীকার
চেষ্টা যে পরিণামে ফলোপধায়িনী হইবে, এবং নদীর স্রোতকে পূর্ব্ব
স্থানে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতে পারা যাইবে, অধ্যক্ষেরা ইহা সঙ্গত বলিয়া
স্বীকার করিতে পারেন না।

ডিউকের আগমন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কুমার এচ্ আর এচ্ ডিউকের কলিকাতা
আগমন গত বৎসরের সামাজিক ঘটনার মধ্যে একটী প্রধান। ইংলণ্ডের
রাজকুলোদ্ভব পুরুষের মধ্যে ইহার দ্বারাই মহারাণীর পূর্ব্বরাজ্যে এ
প্রথম আগমন হইল। কি রূপে রাজকুমারের অভ্যর্থনা করিলে
ভাল হয়, ইহা বিবেচনা করণার্থ এসভা হইতে একটি বিশেষ অধ্যক্ষ
সমাজ নিযুক্ত হয়েন এবং এই ব্যাপার সংসাধনার্থে এদেশী
যাবতীয় লোকে ঐ বিশেষ সমাজের সহিত মিলিত হয়েন। বিখ্যাত
সাতপুকুরের বাগানে বাইসরায় বাহাদুর এবং রাজকুমারের সৎকারার্থে
মহামহোৎসব হইয়াছিল। অধ্যক্ষেরা আহ্লাদপূর্ব্বক অবগত করি

তেছেন, যে ইহাতে মহাভ্যাগতদ্বয় সন্তোষলাভ করিয়া সমুচিত সাধু-
বাদ প্রকাশ করেন।

বঙ্গেস্থিত সভা।

সাধারণের দরকারি অনেক বিষয় লইয়া উক্ত সভার সহিত এ সভার লেখা পড়া হয়।

শাখা সভা।

সমুদায় শাখা সভার মধ্যে মৈমনসিংহস্থ সভাই গতবৎসর সাধারণের প্রয়োজনীয় অনেক কার্য্য সংসাধিত করিয়াছেন, এ সভার সহিত বিস্তর লেখা পড়া হইয়াছে।

বিবিধ বিষয়।

মৃত্যু।—গভীর শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া অধ্যক্ষেরা অবগত করিতেছেন, যে তাঁহাদিগের সহকারী সভাপতি রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর, সি, এস, আই, এবং সহযোগী বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। বহু দিন অবধি উহাঁরা এ সভায় নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের বুদ্ধি বিদ্যা ও কার্য্য দক্ষতাবলে বিস্তর হিতকর কার্য্য করিয়াছেন।

পুস্তক প্রাপ্তি।—অধ্যক্ষেরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছেন, যে গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ সমাজ এবং ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে তাঁহারা মুদ্রিত কার্য্য বিবরণ বিজ্ঞাপনি এবং গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর এতন্নগরস্থ যে সকল সম্বাদপত্রে সভার

... বিবরণাদি স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা তাহাদিগকে নমস্কার করিতেছেন।

বিগত বর্ষে পশ্চাল্লিখিত কয়েক ব্যক্তি এ সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

উত্তরপাড়া-নিবাসী শ্রীযুত বাবু তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়—শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর ইহার নাম প্রস্তাব করেন, এবং অবৈতনিক সম্পাদক পোষকতা করেন।

যশোহর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী বসু—অবৈতনিক সম্পাদক এই নাম প্রস্তাব করেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করেন।

বহরনপুর-নিবাসী শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী—শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর প্রস্তাব করেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করেন।

ভাল্‌গো-নিবাসী শ্রীযুত বাবু রাজকুমার ঘোষ—শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন, এবং অবৈতনিক সম্পাদক পোষকতা করেন।

খিদিরপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ দাস—শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন, এবং রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদূর পোষকতা করেন।

রাণীগঞ্জ-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর মালিয়া—শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন, এবং রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদূর পোষকতা করেন।

শায়েদাবাদ-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মহাতাপ—

কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—শ্রীযুক্ত বাবু

কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পোষকতা করেন।

ভাসতাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী সিংহ—শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর মিত্র পোষকতা করেন।

ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ রায়—শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ লাহা পোষকতা করেন।

কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব বসু—শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রস্তাব করেন, এবং অবৈতনিক সম্পাদক পোষকতা করেন।

কলিকাতার হাটখোলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নরসিংহচন্দ্র দত্ত—শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র মল্লিক প্রস্তাব করেন, এবং কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বাহাদূর পোষকতা করেন।

টাকীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী—শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন, এবং অবৈতনিক সম্পাদক পোষকতা করেন।

কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দাস—অবৈতনিক সম্পাদক প্রস্তাব করেন; এবং শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র পোষকতা করেন।

কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর মিত্র পোষকতা করেন।

কলিকাতার হাটখোলা-নিবাসী প্রাণনাথ দত্ত—শ্রীযুক্ত বাবু

প্যারীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষা পোষকতা করেন।

কলিকাতা-নিবাসী রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর—শ্রীযুক্ত বা রমানাথ ঠাকুর প্রস্তাব করেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর মিত্র পোষ কতা করেন।

নড়াল-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন রায়—রাজা নরেন্দ্রকৃ বাহাদুর প্রস্তাব করেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যা পোষকতা করেন।

কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন দত্ত—শ্রীযুক্ত বা কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন, এবং প্যারীচাঁদ মিত্র পোষকত করেন।

ভূকৈলাস নিবাসী কুমার সত্যসত্য ঘোষাল—শ্রীযুক্ত বা রমানাথ ঠাকুর প্রস্তাব করেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর মি পোষকতা করেন।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে এ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে এক্ষণে যে বিজ্ঞাপনী পঠি হইল, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে যে, কি আইন কি তদনুযা কার্য্য, সকল বিষয় লইয়াই এ সভার অধ্যক্ষেরা সাধারণের হিতে দ্দেশে ভারী ভারী কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু রাজকীয় কার্য্য কি তাহা পূর্ব্বে বাঙ্গালার লোকে কিছুই বুঝিতেন না, পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই ইহা বিলক্ষ প্রতীতি হয়। তৎকালে রাজকীয় কার্য্যের মধ্যে কেবল সময়ে সম প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইত লার্ড হেষ্টিং সাহেব যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনেরলের পদ পরিত্যা

রিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন, তাঁহাকেই প্রথমে অভিনন্দন পত্র প্রদা রা হয়, তাহার পর এদেশীয় লোকে আরও অনেক গবর্ণর-জেনে- লকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। একদা যখন লার্ড উইলিএম বণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন পত্র প্রদানার্থ সভা হয়, সেই সভায় এক জন াজা ঐ মহাত্মার বনিতাকেও একখানি পৃথক পত্র প্রদানের প্রস্তাব রেন। দশজনে একত্রিত হইয়া কোন কর্ম্ম করা যে কি ব্যাপার তাহা দেশীয় লোকের মধ্যে মৃতবাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের মনেই সর্ব্বাগ্রে দিত হয়, এবং তাহারই উদ্যোগে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে লেণ্ডহোলডরস সোসাইটি” অর্থাৎ ভূম্যধিকারি সভা নামক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং উইলিএম কব হরি সাহেব ও বাবু প্রসন্নকুমার াকুর উহার সম্পাদক হয়েন। ঐ সমাজ সংস্থাপনের সম্বাদ গবর্ণমেণ্টে ানান হইলে, গবর্ণমেণ্ট হইতে উৎসাহিতও আশ্বাসিত উত্তর আইসে; কন্তু কোন কোন তৎকালীন ইংরাজি সম্বাদপত্র ঐ সমাজের বিরুদ্ধাচার চষ্টা করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। এই সমাজ ইতে যে সকল কার্য্য হয়, তাহার মধ্যে লাখেরাজ বাজেআপ্তী আই- নর প্রতিবাদ করাই সর্ব্বপ্রধান। উহার জন্য টাউনহলে এ দেশীয় লাকের এক ভারী সভা হইয়া উক্ত আইনের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে রখাস্ত করা হয়, এবং তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট পঞ্চাশ বিঘা পর্য্যন্ত নষ্কর ভূমি বাজেআপ্তী আইনের বহিষ্কৃত হইবার নিয়ম করেন। এ দকে যেমন ভূম্যধিকারীদিগের এক সভা স্থাপিত হইল, সেইরূপ কিছু দন পরে আর দিকে হিন্দুকালেজের সুশিক্ষিত কতকগুলি কৃতবিদ্য াত্রের প্রযত্নে বেঙ্গল ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটী নামক আর এক ভা জন্ম-গ্রহণ করিল। জর্জ টমসন সাহেব ইহার সভাপতি ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হয়েন। ভূম্যধিকারী-

গের হিত চেষ্টা যেমন ভূম্যধিকারী সভার উদ্দেশ্য, সেইরূপ কৃষি
কার্য্য উপজিবী রাইয়ত বর্গের মঙ্গল সাধন করা দ্বিতীয় সভার উদ্দেশ
অতএব উভয় সভার পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব হওয়াতে দুইটিই অচিরস্থা
হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং তৎপরিবর্ত্তে ভারতবর্ষবাসি সর্ব্বপ্রকার
সকল জাতীয় লোকের কল্যাণ উদ্দেশে এই বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় সভা
স্থাপনা হয়। ভারতবর্ষীয় প্রজার প্রতি সুবিচার ও শ্রীশ্রীমতী রাজে
শ্বরীর প্রতি যথোচিত রাজভক্তিই এ সভার লক্ষ্য।

শ্রীযুত বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকা
মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় অধ্যক্ষদিগের বিজ্ঞাপনী ও সাম্বৎসরি
আয় ব্যয়ের হিসাব গৃহীত ও স্থিরীকৃত হইল।

তদন্তর শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করিলেন যে, ২
নিয়মে যে দুইজন সহকারি সভাপতি থাকিবার বিধি আছে তৎপরি
বর্ত্তে চারিজন থাকিবার বিধি হয়। বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এ
প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

পরে শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু যদুনাথ মল্লিক, বা
কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং প্রস্তাবক এই বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা কৰি
লেন। ঐ প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গ্রাহ্য হইল।

তাহার পর বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র বর্ত্তমানবর্ষের নিমিত্ত সভার
কার্য্য নির্ব্বাহার্থ পশ্চাদুক্ত ব্যক্তিদিগের নাম প্রস্তাব করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর। সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর মিত্র।
শ্রীযুক্ত রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর।
} সহকারী সভাপতি